যুগান্তর

তারিখ 15 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বিরোধী মিছিল, বিক্ষোভ

যুগান্তর রিপোর্ট

বিসিএসসহ সব সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা-পদ্ধতি বাতিলসহ পাঁচ দফা দাবিতে রোববার অবরোধ-বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে মিছিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল কয়েকটি ছাত্র সংগঠন।

অন্যদিকে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে মিছিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল কয়েকটি ছাত্র সংগঠন

আন্দোলনকারীদের অন্য দাবিগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের করা মামলা প্রত্যাহার; পুলিশ এ পর্যন্ত যাদের আটক ও গ্রেপ্তার করেছে, তাদের নিঃশর্ত মুক্তি; শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলার তদন্তপূর্বক বিচার এবং কোটা বাতিলের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা না দেয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, ধর্মঘট ডেকে আন্দোলনকারীদের মাঠে দেখা না গেলেও সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগার, কলা ভবনে প্রক্টরের কার্যালয় ও উপাচার্যের কার্যালয়ে তালা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাঙে।

এদিকে ওয়াশিংটন টাইমস-এ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার লেখা নিবন্ধের কারণে বাংলাদেশের জিএসপি বাতিল হয়েছে অভিযোগ করে ছাত্রলীগ গতকাল ক্যাম্পাসে শোডাউন করেছে। তবে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মূলত ধর্মঘট প্রতিহত করতেই মাঠ দখলে রেখেছে ছাত্রলীগ।

এদিকে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে ও আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে দুপুর ১২টার দিকে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্ট মিছিল বের করে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একই দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে। মিছিল শেষে তারা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে সমাবেশ করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, তাদের দাবি আদায়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে তারা আজ থেকে অবরোধ-বিক্ষোভ কর্মসূচির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ডাক দিয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে

কোটা : পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

কোটা : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যাওয়ারও ঘোষণা দেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তারিকুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীদের যে কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাধা সৃষ্টি না করে তাদের সহযোগিতা করবে। তবে বিশৃঙ্খলা হলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থী পরিবহনের কোনো বাস বের হতে দেননি। সিলেট শহর থেকে আসা শিক্ষার্থীদেরও ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেন তারা। এ কারণে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন চত্বরে জড়ো হয়ে মানববন্ধন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের তার অফিসে দেখা করতে বলেন। পরে আন্দোলনকারীদের একটি দল প্রক্টরের সঙ্গে বৈঠক করেন।

খুলনা অফিস জানায়, বিসিএস পরীক্ষাসহ সব সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা বাতিলসহ ৫ দফা দাবিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

রোববার সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাসের প্রধান গেটের সামনে এ অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। এতে বক্তৃতা করেন খুবি শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান, আনিসুর রহমান, মিঠুন হালদার, সুমন অধিকারী, ইমরান হোসেন রাজন, বিপন, মির্জা ওমর ফারুক মনি, মো. ইমরান হোসেন ও শাহজাহান মিরাজ।

এ সময় তারা বলেন, কোটা দিয়ে সততার মেধাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বিসিএসসহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধাবীরা যোগ্যতা অর্জন করেও চান্স পাচ্ছেন না। যা প্রহসনমূলক। এর প্রতিবাদস্বরূপ আমরা ঢাকার সঙ্গে ঐকমত্য রেখে আগামী দিনের কর্মসূচি চালিয়ে যাব।